প্রথম আলো

তারিখ 03 DEC 2005
পৃঃ ১০ কলাম ১

সম্পাদকীয়

একমুখী শিক্ষাক্রম

সিদ্ধান্ত স্থগিত করে আলোচনার মাধ্যমে ব্যবস্থা নিন

বুধবার জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির (এনসিসিসি) সভায় বহুল আলোচিত-সমালোচিত ও বিতর্কিত একমুখী শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয় বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। শিক্ষা কর্মকর্তারা মনে করছেন, এ ধরনের সংস্কারে আরো সময় ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দরকার। শিক্ষা সংস্কারের মতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে এ ধরনের আলোচনা হওয়াকে আমরা একটি শুভলক্ষণ বলে মনে করছি। শিক্ষা কর্মকর্তারা তাদের এ মতামত সরকারের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে পেশ করবেন এবং বিষয়টি সরকার পুনর্বিবেচনা করবে, এটাই আমরা আশা করি।

আগামী জানুয়ারি থেকে একমুখী শিক্ষাক্রম চালু হওয়ার কথা। কিন্তু এ জন্য যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়, যদিও এ উদ্দেশে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও দাতাসংস্থার ৪৯০ কোটি ২০ লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এটা একটি অপচয়, যার তদন্ত হওয়া উচিত। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো নতুন এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়ার পর এ ব্যবস্থায় অনেক গলদ রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এমন কথাও বলা হচ্ছে যে, এ একমুখী শিক্ষাক্রম শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে। একমুখী শিক্ষাক্রমের নামে বিজ্ঞান শিক্ষার মান কমিয়ে এনে বস্তুত পশ্চাৎপদ একটি ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এ পরিবর্তন নিয়ে শিক্ষাবিদ-শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবকসহ সব মহলে যে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষার মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিবর্তন বা সংস্কারের সিদ্ধান্ত আমলাতান্ত্রিক পন্থায় নেওয়া উচিত নয়। সঙ্গতিহীন ও তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো পরিবর্তন জাতির জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে গণমুখী, আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত এবং প্রকৃত অর্থেই একমুখী। এ নিয়ে প্রকৃত শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। সংসদে আলোচনা, পত্রপত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে বিভিন্ন মতের প্রকাশ, নতুন পদ্ধতির সম্ভাব্য ভালো-মন্দ নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন—এসব কিছু চূড়ান্ত করে অর্থাৎ যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়েই কোনো সংস্কারের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আমরা সেই সঙ্গে বলতে চাই, দেশে প্রকৃত অর্থে এখন কোনো শিক্ষানীতি নেই, যা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম। তাই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একটি শিক্ষা নীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষা বিষয়টি জাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে হেলাফেলার সুযোগ নেই। বুধবার জাতীয় শিক্ষাক্রম সমন্বয় কমিটির সভায় কর্মকর্তারা যে মতামত দিয়েছেন তার আলোকে মন্ত্রিসভায় একমুখী শিক্ষাক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক।